

★ ফিচার

কারখানায় প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি

কারখানা ব্যবস্থাপক এবং অ্যালায়েন্স কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগীতায় প্রজেক্ট টিম প্রশিক্ষকরা সারা বাংলাদেশের কারখানাজুড়ে কিভাবে অ্যালায়েন্স ওয়ার্কার হেল্পলাইন ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ক শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। “আওয়ার ভয়েস” অথবা বাংলায় আমাদের কথা হেল্পলাইন ম্যানেজারদের জন্য বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুলস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটি শ্রমিকদের জন্য এমন একটি যোগাযোগ মাধ্যম যার মাধ্যমে তারা নিরাপত্তা এবং অন্যান্য উদ্বেগের বিষয়গুলো রিপোর্ট করতে পারবেন। এই যোগাযোগ মাধ্যমটি খুব সাধারণ মোবাইল ফোন টেকনোলজির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।



ফুলকি প্রশিক্ষক, মুন্সারি বেগম, লিড ট্রেনারের নিকট আমাদের কথা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

উপরন্তু ফুলকি কতক আয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ৬৩ জন লিড ট্রেনার এবং ২৪৮ জন পিয়ার ট্রেনার জুলাইয়ের শেষে আমাদের কথা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা গ্রহণ সম্পন্ন করেছে। প্রত্যেকটি সেশনে হেল্পলাইনের উদ্দেশ্য এবং কিভাবে হেল্পলাইন ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক এই প্রজেক্টে ব্যাপক পরিসরে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিড ট্রেনাররা প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ৪জন পিয়ার ট্রেনারদের যারা আমাদের কথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন ২৫ জন শ্রমিকের একটি গ্রুপকে। আমাদের কথা প্রত্যেক কারখানায় ছড়িয়ে দেয়ার এই পদ্ধতি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা:

সফলতা বলতে আসলে কি
বোঝায়?

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয় আমাদের কথা হেল্পলাইন থেকে কতগুলো কল আমরা আশা করতে পারি।

যদি আদৌ কোনো কল না আসে তাহলে আমরা কি এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে কারখানাগুলোতে মোটেও কোনো সমস্যা নেই এবং শ্রমিকরাও কোনো বিষয় নিয়ে মোটেও উদ্বেগ নয়? নাকি অন্যভাবে বলতে গেলে এটা বলা যায় যে কোনো কল না আসা মানে শ্রমিকরা আমাদের কথার সঙ্গে পরিচিত নয় কিংবা তারা হেল্পলাইনে ফোন দিতে মোটেও স্বস্তি বোধ করেন না।

আর যদি প্রচুর কল আসে তাহলে কি সেক্ষেত্রে আমরা কি ভাববো? তাহলে আমরা কি ধরে নেবো যে কারখানাগুলো অজস্র সমস্যায় জর্জরিত? নাকি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে হেল্পলাইনের প্রতি শ্রমিকদের অগাধ আশ্রয় রয়েছে এবং কারখানার ব্যবস্থাপকরা শ্রমিকদের এই সমস্ত উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বস্তুত প্রচুর কল আসা মানেই সফল হওয়া নয়। সফলতা হলো শ্রমিকরা কতগুলো সমস্যার কথা জানিয়েছে এবং কতগুলো সমস্যার সমাধান একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতর করা সম্ভব হয়েছে অথবা অভিযোগের সমাধানে সবাই সন্তুষ্ট কিনা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন



হেল্পলাইন প্রশিক্ষণ শেষে শ্রমিকরা আমাদের কথা কার্ড (যেখানে যোগাযোগ নম্বর দেয়া আছে) গ্রহণ করছেন।

সুরাইয়া হক। আমরা অভিনয় এবং পারস্পরিক অংশগ্রহনমূলক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করছি যেন শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে আমাদের কথা তাদের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

বেশ কার্যকরি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্যান্য কারখানা-ভিত্তিক উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন বিজনেস ফর সোশাল রেসপনসিবিলিটির এইচইআর(HER) প্রজেক্ট। এই প্রক্রিয়ার ফলে কারখানার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের কারণে ৯০% শ্রমিক আমাদের কথা সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে।

“আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লাভবান হতে পেরেছি এবং অ্যালায়েন্স সেফটি স্টাফদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পেরেছি যে আমাদের কথা পরিচিতির কারণে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং আমরা মনে করছি এই প্রক্রিয়া বেশ কার্যকরি হবে”, বলেছেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ফুলকির প্রতিষ্ঠাতা

সারা বিশ্বের হেল্পলাইনের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রতিষ্ঠা জন্মেছে যে শ্রমিকদের আস্থা হলা সফলতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। যদি শ্রমিকদের গভীর আস্থা থেকে থাকে তাহলে তারা তাদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য উদ্বেগ সংক্রান্ত বিষয়ে হেল্পলাইন ব্যবহার করতে পারবে। আর আস্থা কমে গেলে হেল্পলাইনের ব্যবহার হবে কম। যে সমস্ত শ্রমিকরা আমাদের কথায় ফোন করেন তখন তারা কি অভিজ্ঞতা লাভ করেন আমরা তা জিজ্ঞেস করি। আর হেল্পলাইন বিষয়ক শ্রমিকদের উপলব্ধি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশদ্বারিত্ব- ক্রিয়ার ভয়েস, কান গ্রুপের (Chan Group) এর একটি প্রজেক্ট যা হট লাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি, একটি স্বনামধন্য সুশীল সমাজ সংগঠন যা বাংলাদেশের শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে; এবং গুড ওয়ার্ল্ড সল্যুশন (জি ডব্লিউ এস), একটি অলাভজনক সংগঠন যা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার - লেবার লিংক - যা ১০০,০০০ জন শ্রমিকের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকটি অংশিদারই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন, সর্বমো মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লায়েন্স প্রোগ্রাম গঠন করছে।

টিম পরিচিতি

হুমায়রা রহমান জুন মাসে বাংলাদেশের জন্য অন্তর্বর্তীকালী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এই প্রজেক্ট টিমে যোগদান করেন। হুমায়রা ফুলকির একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তিনি হেল্পলাইনে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন সাংগঠনিক চেতনা এবং হেল্পলাইন টিম কে উদ্দীপ্ত করেন নতুনভাবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কারখানা ব্যবস্থাপকদের সম্পৃক্ত করে অ্যালায়েন্স কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে পুরো আগষ্ট মাসের জন্য কারখানা প্রশিক্ষণ অনুসূচি তৈরি সম্ভব হয়েছে তারই প্রচেষ্টার কারণে।

আরও তথ্য পেতে দেখুন <http://www.bangladeshworkersafety.org/programs/worker-helpline> অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন workerhelpline@afbws.org.



প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য একজন কল রেকর্ড করা হচ্ছে।



এ মাসে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:

- জুলাই মাসে আমাদের কথার আওতাভুক্ত হয়েছে মোট ৪টি কারখানার ১২,০০০ জন শ্রমিক।
- এ মাসে মোট ৭৬ টি কল এসেছে হেয়লাইনে। বেশিরভাগ কলই এসেছে অফিস চলাকালিন সময়ে।

- জুলাই মাসের বেশির ভাগ কলই এসেছে শ্রমিকদের কৌতুহল থেকে যে আসলেই হেলপলাইন কাজ করে কিনা কিংবা এটা কিভাবে কাজ করে।

অধিকাংশ কলারই আমাদের কথা প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্য প্রদান করেন,

যাইহোক, অনুরা আমাদের কথা প্রশিক্ষণের সময় টেস্ট কল হিসেবে কল করেন

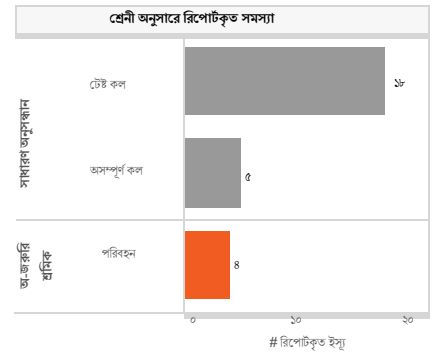
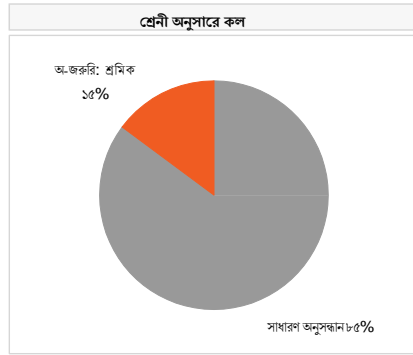
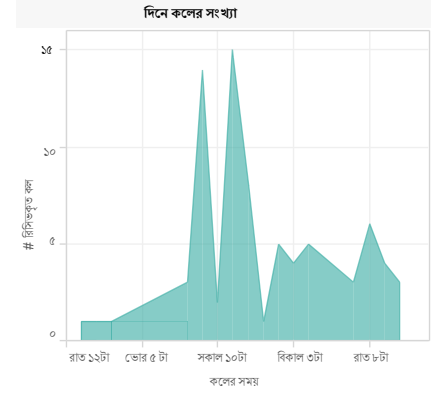
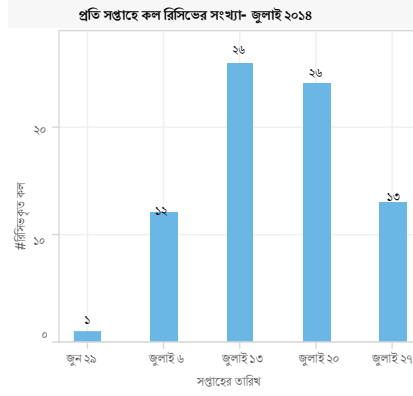
- চারজন শ্রমিক অজরুরি সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করেন যেগুলো তাদের পরিবহন সংক্রান্ত অনিয়ম।

কারখানা ব্যবস্থাপকদের এ বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

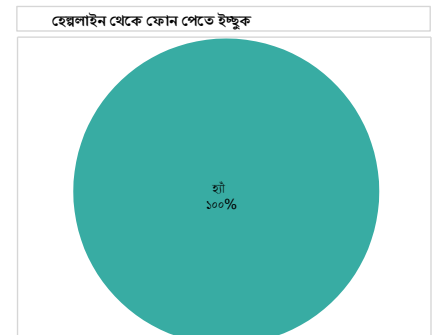
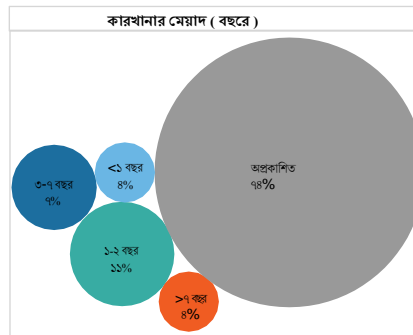
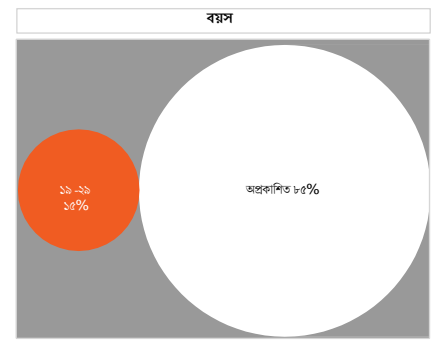
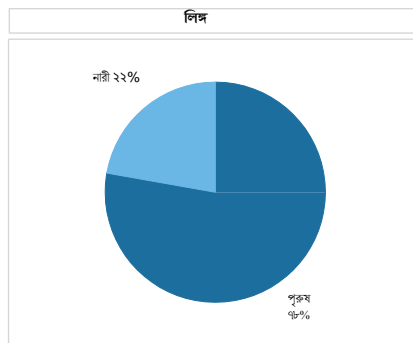
- যে সমস্ত শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তারা আমাদের কথার সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক কিনা তারা সবাই ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছে। কিছু শ্রমিকদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগেই লাইন কেটে যায়।

- আমাদের কথা কলারের বেশিরভাগই পুরুষ। জুলাই মাসে সর্বমোট কলারদের ৭৮% পুরুষ।

হেয়লাইন ব্যবহার সংক্রান্ত আরও তথ্য পেতে পানের চিত্রটি দেখুন।

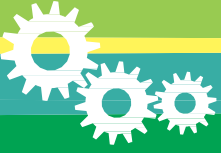


কলার প্রোফাইল



আজ পর্যন্ত অগ্রগতি

হেয়লাইনের আওতাভুক্ত	কল	পরবর্তী মাসের কর্ম তালিকা
# শ্রমিক: ১২,৩৪৭	# রিসিভকৃত কল: ৭৬	# শ্রমিক: ৩৯,৯৭৯
# কারখানা: ৪	# কারখানা: ৪	# কারখানা: ১১



প্রযুক্তি সংক্রান্ত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর আমাদের কথা প্ল্যাটফরম জুলাই মাসে তার প্রথম ব্যাচের শ্রমিকদের জন্য ফোন কলের প্রক্রিয়াকরণ করছে। এই প্ল্যাটফরম শ্রমিকদের ফোন কলের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে— ৮০% এরও বেশি শ্রমিক জানিয়েছেন তাদের হেল্পলাইন অভিজ্ঞতা “ভালো” – এবং আমাদের কথা প্রতিনিধি এই ইন্টারফেসে সহজেই কলারদের কল ধরতে পারে এবং কলারদের তথ্য রেকর্ড করতে পারে। এই প্ল্যাটফরম বৈদ্যুতিক গোলযোগ থাক সত্ত্বেও এবং ঈদের ছুটিতে ক্রমবর্ধমান মোবাইল অপারেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও প্রায় শতভাগ কল রিসিভ হয়েছে।

যে সমস্ত শ্রমিক আমাদের কথায় ফোন দিয়েছে তারা একটি অটোমেটেড টেক্সট ম্যাসেজ (এসএমএস) পেয়ে থাকে। ম্যাসেজে তাদের কে হেল্পলাইনে যোগাযোগের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং এটাও জানানো হয় যে একজন আমাদের কথা প্রতিনিধি আপনার সমস্যাটি দেখছেন(যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে)। এই ছোট্ট কিন্তু অর্থবহ প্ল্যাটফরম “ক্লোজিং দ্যা লুপের” দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হতে পেরেছে – যা আমাদের কথার ওপর আস্থা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। আর এই উদ্দেশ্যেই অটোমেটেড ভয়েস সার্ভে এই প্ল্যাটফরমের সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হবে যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের নাম গোপন রেখে আমাদের কথা সার্ভিস সংক্রান্ত ফিডব্যাক দিতে পারবে



আগামী পরীক্ষনা: কর্মসূচি মূল্যায়ন

মনিটরিং এবং মূল্যায়ন আমাদের কথার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, বিশেষ করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প চলাকালীন সময়। হেল্পলাইনকে সহায়তার জন্য ম্যানেজার এবং শ্রমিকদের ভেতর আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে প্রজেক্ট টিম নানান ধরনের প্রোগ্রামেটিক অ্যাপ্রোচের কার্যকারিতা এবং ভ্যালু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে।

শ্রমিক প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমানে তিন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক হাতে নেয়া হয়েছে:

- লিড এবং পিয়ার ট্রেনারদের হেল্পলাইন সংক্রান্ত জ্ঞান যাচাইয়ের লক্ষ্যে তাদেরকে রেনডম ফোন দেয়া হচ্ছে;

- সাধারণ শ্রমিকদের হেল্পলাইন সংক্রান্ত জ্ঞান যাচাইয়ের লক্ষ্যে তাদেরকে রেনডম ফোন দেয়া হচ্ছে; এবং
- পিয়ার ট্রেনিং শেষ করার পর শ্রমিকদের জ্ঞান ও সচেতনতা যাচাইয়ের জন্য ফুলকি স্টাফরা কারখানা পরিদর্শন করছে।

বিশ্লেষণের পর, প্রচুর সংখ্যক কারখানায় আমাদের কথা সম্প্রসারণের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলাফলগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

